পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

[প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। মুদ্রানীতিতে চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৬.৫ শতাংশ ও ১৫.৯ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার ১২.৮০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৫.৮৫ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১০.৬৪ শতাংশ ও ১৩.৬১শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১১.৭৮ শতাংশ ও ১০.৭৩ শতাংশ। অন্যদিকে, ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন ২০১৪ শেষের ৫.৩১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে ৫.০৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়। এছাড়াও, মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাধ্যের মধ্যে আর্থিক পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ বেড়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।]

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মূল্যস্ফীতির চাপকে পরিমিত পর্যায়ে রেখে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি বছর শেষে মূল্যস্ফীতিকে ৬.৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতিতে ঋণ ও অর্থায়ন নীতি কৌশলাদিও প্রয়োজনমত ব্যবহার করছে এবং আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন যোগানে সচেষ্ট রয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬.৫ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৭.৩৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৬.৫ শতাংশ ও ১৫.৯ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২.৮০ শতাংশ ও ১৫.২৯ শতাংশ। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধির হার মন্থর ও সরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

জুন ২০১৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৫.৫ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে ছিল ১৩.৬১ শতাংশ। মূলতঃ সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হলেও উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক অর্থায়নের সুযোগ এবং সুদের হারের নিম্নমুখী প্রবণতার কারণে ঋণের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রসারিত করা ও টেকসইকরণের লক্ষ্যে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ সম্প্রসারণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, আর্থিক খাতের আধুনিকায়ন, মোবাইল ব্যাংকিং, ই-কমার্স, রপ্তানি উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন উদারিকরণের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। বর্গাচাষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প ও নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহায়তার জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল যোগানও অব্যাহত রয়েছে। দশ টাকায় ব্যাংক হিসাবধারীদের সংখ্যা জুন ২০১৩ শেষের ১৩.২ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন, ২০১৪ শেষে ১৪.০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে । বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের গ্রাহক সংখ্যা আড়াই কোটির ওপরে। সামাজিক দায়বদ্ধ ব্যাংকিং ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ের উপর গুরুত্বারোপ এবং কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) বৃদ্ধিকরণ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ ও আর্থিক নীতিতে উৎপাদন সহায়ক ও বিনিয়োগবান্ধব বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইডিএফ ঋণের সুদহার হ্রাস, চামড়া ও সিরামিকস এর মতো খাতগুলোকে ইডিএফ এর আওতায় আনা এবং কৃষিঋণের সুদহারের উর্ধ্বসীমা ১৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১১ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ। বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় বাজার থেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ঋণ গ্রহণ এবং মূল কোম্পানি থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অর্থায়নের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধি-বিধান শিথিল করে। 'Buyers credit'-এর মাধ্যমে স্থানীয় বেসরকারি কর্পোরেটদের জন্য মেয়াদি ঋণ গ্রহণ এবং চলতি মূলধনের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণে বৈদেশিক অর্থায়নের সুযোগ থাকায় স্থানীয় ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ চাহিদার চাপ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে এবং স্থানীয় ব্যাংক প্রতিযোগিতামুখী হচ্ছে।

ব্যাংকিং খাতে অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ ও আর্থিক জালিয়াতি বন্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারসহ নজরদারি জোরদার করা হয়েছে; ড্যাশবোর্ড চালু করে নজরদারিকে আরো জোরদার করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রবৃদ্ধির ওপর সীমা নির্ধারণসহ তাদের জন্য কঠোর আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভ্যাসগত ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং অনিচ্ছাকৃত খেলাপীদের ঋণভার লাঘবে বাস্তবসম্মত পুনর্গঠনের ব্যবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনাধীন রয়েছে। আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংক পুঁজিবাজারকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে আইসিবি'র মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দিচ্ছে।

বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এফডিআই (Foreign Direct Investment) ও এফপিআই (Foreign Portfolio Investment) অন্তঃপ্রবাহ, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির কারণে ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪.৫৭ শতাংশ। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে টাকার মূল্যমানে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে টাকার মান স্থিতিশীল রয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের ০৫ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থেকে ২০৬৫.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে। মূলতঃ রপ্তানিকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এই নীতি-কৌশল অবলম্বন করে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি খাতকে প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে চলতি মূলধন অর্থায়ন যোগানে রপ্তানিকারকদের জন্য স্বল্পসুদে বৈদেশিক অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি, ইডিএফ ঋণের সুদহার হ্রাস এবং ইডিএফ ঋণের আওতা বাড়ানোসহ বিভিন্নমুখী নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার স্থিতিশীল বিনিময় হার এবং ঋণের নিম্নগামী সুদহারের কারণে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশ আরো বিনিয়োগবান্ধব হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা সারণি ৫.১ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ৫.১ঃ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	ফেব্রুয়ারি, ১৪	ফেব্রুয়ারি, ১৫
সংকীর্ণ মুদ্রা	১১.৯৯	৩২.৪৬	১৭.১৮	৬.৪২	১২.৬৫	১৪.৬০	১৫.১৮	১০.০০
ব্যাপক মুদ্রা	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৬.০৯	১৫.৮৫	১২.৮০
রিজার্ভ মুদ্রা	৩১.৪৫	৬.৮৫	২১.০৩	৮.৯৯	১৫.০২	১৫.৪৬	১৩.৩২	১৫.২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.১ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রার (Reserve Money) প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money) এবং ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money) প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা সারণি- ৫.২ -এ এবংব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন লেখচিত্র ৫.১ -এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.২ঃ মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ১৪	ফেব্রুয়ারি, ১৫
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৭০৫৭৩.৪	৭৮৮১৮.৭	১১৩২৫০.১	১৬০০৫৬.৬	১৪৩০৩৬.৬	১৭১৫৯৩.৬
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩৬৯৯৪৬.৬	৪৩৮২৯০.৮	৪৯০২৫৫.৩	৫৪০৫৬৬.৯	৫১৯২৭৪.৮	৫৭৫৪৯২.৯
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	৪৩০৮৯৩.০	৫১৪৯৭২.৬	৫৭১৭৩৭.১	৬৩৭৯০৬.২	৬০৮৮০৯.৩	৬৭৩৫৭৬.৩
১) সরকারি খাত (নীট)	৭৩২২৭.৯	৯১৭২৮.৯	১১০১২৪.৬	১১৭৫২৯.৪	১১৬০২০.৬	১১০৭০১.৫
২) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত	১৬৯৫২.৪	১৫৩৪২.১	৯৪৫৫.৩	১২৭৩৬.৯	১২৬১২.৩	১৭৩৪০.৩
৩) বেসরকারি খাত	৩৪০৭১২.৭	৪০৭৯০১.৬	৪৫২১৫৭.২	৫০৭৬৩৯.৯	৪৮০১৭৬.৪	৫৪৫৫৩৪.৫
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৬০৯৪৬.৪	-৭৬৬৮১.৮	-৮১৪৮১.৮	-৯৭৩৩৯.৩	-৮৯৫৩৪.৫	-৯৮০৮৩.৪
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১০৩১০১.১	১০৯৭২১.৪	১২৩৬০৩.১	১৪১৬৪৫.১	১৩২২৭৮.০	১৪৫৫০৯.৭
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৫৪৭৯৫.১	৫৮৪১৭.১	৬৭৫৫২.৯	৭৬৯০৮.৪	৭৩৩৭৮.২	৮৩০৬৭.৭
খ) তলবি আমানত[১/]	৪৮৩০৬.০	৫১৩০৪.৩	৫৬০৫০.২	৬৪৭৩৬.৭	৫৮৮৯৯.৮	৬২৪৪২.০
৪. মেয়াদি আমানত	৩৩৭৪১৮.৯	৪০৭৩৮৮.১	৪৭৯৯০২.৩	৫৫৮৯৭৮.৪	৫৩০০৩৩.৪	৬০১৫৭৬.৮
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৪৪০৫২০.০	৫১৭১০৯.৫	৬০৩৫০৫.৪	৭০০৬২৩.৫	৬৬২৩১১.৪	৭৪৭০৮৬.৫
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৫.২২	১১.৬৮	৪৩.৬৮	৪১.৩৩	৩৬.৯৭	১৯.৯৬
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৫.০০	১৮.৪৭	১১.৮৬	১০.২৬	১২.৩১	১০.৮৩
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৬.৬৫	১৯.৫১	১১.০২	১১.৫৭	১১.৭৮	১০.৬৪
১) সরকারি খাত (নীট)	৩৪.৬৩	২৫.২৬	২০.০৫	৬.৭২	১৯.৫২	-৪.৫৮
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১২.৫৬	-৯.৫০	-৩৮.৩৭	৩৪.৭১	-৪৭.০৪	৩৭.৪৯

সূচক	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ১৪	ফেব্রুয়ারি, ১৫
৩) বেসরকারি খাত	২৫.৮৪	১৯.৭২	১০.৮৫	১২.২৭	১০.৭৩	১৩.৬১
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৩৭.৭১	২৫.৮২	৬.২৬	১৯.৪৬	৮.৭৮	৯.৫৫
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা **(এম১)**	১৭.১৮	৬.৪২	১২.৬৫	১৪.৬০	১৫.১৮	১০.০০
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৮.৭১	৬.৬১	১৫.৬৪	১৩.৮৫	১১.২৪	১৩.২০
খ) তলবি আমানত	১৫.৪৮	৬.২১	৯.২৫	১৫.৫০	২০.৫০	৬.০১
৪. মেয়াদি আমানত	২২.৬৮	২০.৭৪	১৭.৮০	১৬.৪৮	১৬.০২	১৩.৫০
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৬.০৯	১৫.৮৫	১২.৮০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, নোট: ১/ পুঞ্জিভুত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.০০ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৫.১৮ শতাংশ। এ সময়কালে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) প্রবৃদ্ধি ১১.২৪ শতাংশ হতে ১৩.২০ শতাংশে উন্নীত হলেও তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধির ব্যাপক হ্রাসের (২০.৫০ শতাংশ হতে ৬.০১ শতাংশ) ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হ্রাস ঘটেছে।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২)

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৮০ শতাংশ যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৫.৮৫ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদান হলো সংকীর্ণ মুদ্রা ও মেয়াদি আমানত। এ সময়কালে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (১৫.১৮ শতাংশ হতে ১০.০০ শতাংশ) এবং মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির ব্যাপক হ্রাসের (১৬.০২ শতাংশ হতে ১৩.৫০ শতাংশ) ফলে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হ্রাস ঘটেছে। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছর ও ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার (এম২) প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৬.০৯ শতাংশ ও ১৬.৭১ শতাংশ।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন (%)

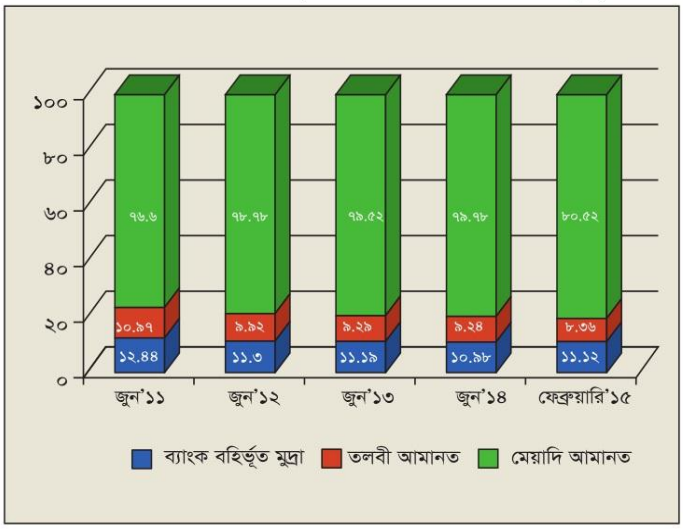

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৬৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১১.৭৮ শতাংশ। এ সময়কালে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৩.৬১ শতাংশ যা পূর্ববতী অর্থবছরে একই সময়ে ছিল

১০.৭৩ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৪.৫৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১৯.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১৬.৪৩ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮০.৯৯ শতাংশ, জুন' ২০১৪ শেষে যা ৭৯.৫৮ শতাংশ ছিল। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছর ও ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ১১.৫৭ শতাংশ ও ১১.০২ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

উপাদানভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রার বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৫.৩ -এ এবং উৎসভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি সারণি ৫.৪ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ৫.৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৬০৫২৬.৯	৬৪৮৯৬.৫	৭৫৩৭২.৩	৮৫৪৮৫.২	৮০৪৮৪.৭	৯২৪৬৩.০
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৯০০৭.৭	৩২৬৬২.৩	৩৬৮০৩.৪	৪৩৯৯৭.৭	৪০৬০৫.৭	৪৭০৯১.৭
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১৯৯.৮	২৪৩.৯	৩১৩.৭	৩৯২.৪	৩৪৮.২	৪৫৭.৫
৪. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)+(৩)]	**৮৯৭৩৪.৪**	**৯৭৮০২.৭**	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১২১৪৩৮.৬**	**১৪০০১২.২**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৯.৯৪	৭.২২	১৬.১৪	১৩.৪২	১০.৫৯	১৪.৮৮
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৩.৬১	১২.৬০	১২.৬৮	১৯.৫৫	১৯.১৯	১৫.৯৭
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	-৪.৫৮	২২.০৭	২৮.৬২	২৫.০৯	৯.১৫	৩১.৩৯
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	**২১.০৩**	৮.৯৯	১৫.০২	১৫.৪৬	১৩.৩২	১৫.২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪ঃ রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৬১৩৪২.১	৬৮৯৩০.১	১০৩২৪৬.০	১৪৭৪৯৬.৬	১২৫৭১১.৬	১৬০৮৮০.৭
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৮৩৯২.৩	২৮৮৭২.৬	৯২৪৩.৪	-১৭৬২১.৩	-৪২৭৩.০	-২০৮৬৮.৫
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৫৪২৩৯.৭	৬৫২৬২.৯	৪২৮২২.৭	১৫৫৯৫.২	২৫৩০৭.৬	৭৬৬৮.২
ক.১. সরকারের নিকট	৩১৭১০.৫	৩৭৮৫৪.৯	২৭০৬৯.০	৩৮৪০.৬	১৩৩৫৫.৭	-৬৫২১.০
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়াত্ত খাতের নিকট	৭৭৬.৭	১১৮১.৯	১৩৫৪.৫	১২০২.৭	১২৯৬.০	২০৭০.৭
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১৮৬০৮.৮	২২৬২৭.৪	১০২১৯.০	৬২৭৯.২	৬৪৪৩.৬	৭৫৩৯.৪
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৩১৪৩.৭	৩৫৯৮.৭	৪১৮০.২	৪২৭২.৭	৪২১২.৩	৪৫৭৯.১
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৫৮৪৭.৪	-৩৬৩৯০.৩	-৩৩৫৭৯.৩	-৩৩২১৬.৫	-২৯৫৮০.৬	-২৮৫৩৬.৭
৩. রিজার্ভ মুদ্রা [(১)+(২)]	**৮৯৭৩৪.৪**	**৯৭৮০২.৭**	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১২১৪৩৮.৬**	**১৪০০১২.২**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	০.২২	১২.৩৭	৪৯.৭৮	৪২.৮৬	৩৩.৭০	২৭.৯৮
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১৯.৪৫	১.৬৯	-৬৭.৯৯	-২৯০.৬৪	-১২৬.৭৮	৩৮৮.৩৮
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৬৭.৯৬	২০.৩২	-৩৪.৩৮	-৬৩.৫৮	-৪৮.৪২	-৬৯.৭০

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন, ২০১১	জুন, ২০১২	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪	ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
ক.১. সরকারের নিকট	৪২.০৭	১৯.৩৮	-২৮.৪৯	-৮৫.৮১	-৫৭.০৯	-১৪৮.৮৩
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়াত্ত্ব খাতের নিকট	-৬.৫০	৫২.১৭	১৪.৬০	-১১.২১	১.৫৯	৫৯.৭৮
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১৮১.৩৬	২১.৬০	-৫৪.৮৪	-৩৮.৫৫	-৪৯.৩০	১৭.০১
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	২৪.৩৯	১৪.৪৭	১৬.১৬	২.২১	৬.৪৫	৮.৭১
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৩৩.৫৫	৪০.৭৯	-৭.৭২	-১.০৮	-১৭.৬৬	-৩.৫৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	**২১.০৩**	**৮.৯৯**	**১৫.০২**	**১৫.৪৬**	**১৩.৩২**	**১৫.২৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৪ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৪০,০১২.২ কোটি টাকা যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.২৯ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছর ও ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতির প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৫.৪৬ শতাংশ ও ১৫.০২ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭.৯৮ শতাংশ যা ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শেষে ছিল ৩৩.৭০ শতাংশ। এ সময়ে সরকার, তফসিলি ব্যাংকসমূহ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী যথাক্রমে ১৪৮.৮৩ শতাংশ হ্রাস, ১৭.০১ শতাংশ বৃদ্ধি ও ৫৯.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হওয়ায় মুদ্রা গুণক দাঁড়িয়েছে ৫.৩৩৬ যা জুন ২০১৪-এ ছিল ৫.৩৯৫। উল্লেখ্য, জুন ২০১৩-এ মুদ্রা গুণক ছিল ৫.৩৬৫। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত জুন ২০১৪ শেষের ০.০৮৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.০৮৬ এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত ০.১২৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১২৫ এ দাঁড়িয়েছে।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মুদ্রার আয় গতির ক্রমহ্রাসমান ধারা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetisation) নির্দেশ করে। সারণি ৫.৫ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে মুদ্রার আয় গতি ও জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হল।

সারণি ৫.৫ঃ মুদ্রার আয় গতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M২) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রা
২০০৫-০৬	৪৮২৩.৪	১৮০৬.৭	২.৬৭	৩৭.৪৬
২০০৬-০৭	৫৪৯৮.০	২১১৫.০	২.৬০	৩৮.৪৭
২০০৭-০৮	৬২৮৬.৮	২৪৮৭.৯	২.৫৩	৩৯.৫৭
২০০৮-০৯	৭০৫০.৭	২৯৬৫.০	২.৩৮	৪২.০৫
২০০৯-১০	৭৯৭৫.৪	৩৬৩০.৩	২.২০	৪৫.৫২
২০১০-১১	৯১৫৮.৩	৪৪০৫.২	২.০৮	৪৮.১০
২০১১-১২	১০৫৫২.০	৫১৭১.১	২.০৪	৪৯.০১
২০১২-১৩	১১৯৮৯.২	৬০৩৫.১	১.৯৯	৫০.৩৪
২০১৩-১৪[সা]	১৩৫০৯.২	৭০০৬.২	১.৯৩	৫১.৮৬

সা=সাময়িক

সারণি ৫.৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রার আয় গতি ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষের ২.৬৭ থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ১.৯৩-এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ১.৯৯। মূলত ব্যাপকমুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার চলতি বাজার মূল্যের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হচ্ছে বলে মুদ্রার আয় গতি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং এ কারনেই জিডিপির শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ যেখানে জিডিপির ৩৭.৪৬ শতাংশ সেখানে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫১.৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত প্রান্তিকভিত্তিক ঋণের ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের গতিধারা লেখচিত্র ৫.২ -এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.২: ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের গতিধারা

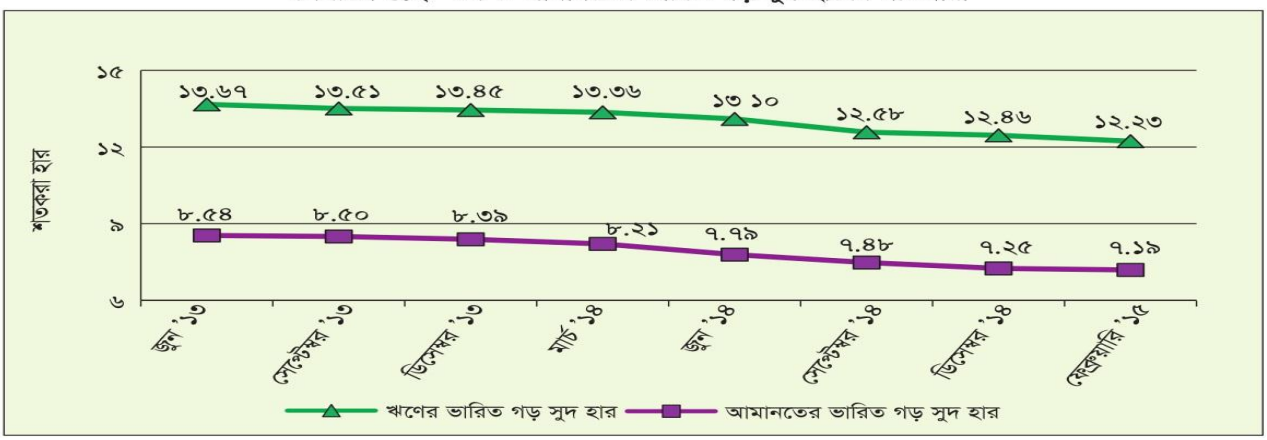

লেখচিত্র ৫.২ পর্যবেক্ষণে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার জুন ২০১৩ শেষে ১৩.৬৭ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৪ শেষে ১৩.১০ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ১২.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ২০১৩ শেষে ৮.৫৪ শতাংশ ছিল যা, জুন ২০১৪ শেষে হ্রাস পেয়ে ৭.৭৯ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে আরও হ্রাস পেয়ে ৭.১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জুন ২০১৩ শেষের ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৫.১৩ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৪ শেষে ৫.৩১ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন ২০১৪ শেষের ৫.৩১ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে ৫.০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশে চার ধরণের তফসিলি ব্যাংক কার্যরত রয়েছেঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক। ডিসেম্বর ২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৫টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (বেসিক ব্যাংকসহ), ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩৯টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। এছাড়াও তফসিলভুক্ত নয় এমন ৬টি ব্যাংকও কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, ব্যাংকগুলো হচ্ছেঃ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। ডিসেম্বর, ২০১৪ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক কাঠামো এবং মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ যথাক্রমে সারণি ৫.৬ -এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি: ৫.৬ঃ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো

ব্যাংকের ধরণ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানতের শতকরা অংশ
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫	১৩২৬	২২৯২	৩৬১৮	২৭.৫৩	২৫.৬৬
বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	১৩৪	১৩০১	১৪৩৫	৩.৬৫	৫.৩০
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	২৩৬০	১৫৫৭	৩৯১৭	৬৩.৩০	৬৪.০৫
বিদেশি ব্যাংক	৯	৭০	০	৭০	৫.৫২	৪.৯৯
মোট	৫৬	৩৮৯০	৫১৫০	৯০৪০	১০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক **নোট** ঃ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত। জানুয়ারি ২০১৫ এ বেসিক ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

অঞ্চলভিত্তিক ব্যাংক শাখার বিস্তার

ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক ৯,০৪০টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার ৪৩.০৩ শতাংশ (৩,৮৯০টি) শহরাঞ্চলে এবং ৫৬.৯৭ শতাংশ (৫,১৫০টি) গ্রামাঞ্চলে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখার মধ্যে ১,৩২৬টি শহরাঞ্চলে (৩৬.৬৫ %) ও ২,২৯২টি (৬৩.৩৫%) গ্রামাঞ্চলে, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখার মধ্যে ৬০.২৫ শতাংশ (২,৩৬০টি) শহরাঞ্চলে ও ৩৯.৭৫ শতাংশ (১,৫৫৭টি) গ্রামাঞ্চলে, বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখার মধ্যে ১৩৪টি (৯.৩৪%) শহরাঞ্চলে ও ১,৩০১টি (৯০.৬৬%) গ্রামাঞ্চলে এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোর ৭০টি শাখার সবগুলোই শহরাঞ্চলে অবস্থিত।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহণ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত দেশে কার্যরত মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১টি। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ১৯৮টি শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৯,৫৮১.২৩ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৫,৮৭৬.৬৭ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২,০০৫.২৯ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪,৫৭০.৫৫ কোটি টাকা। শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ছাড়াও দেশের পুঁজিবাজারেও তারা বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৬১৫.৮২ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বকেয়া ঋণ/লিজের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,১০০.২৪ কোটি টাকা; তন্মধ্যে মোট শ্রেণীকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ১,৯৭৪.৭৮ কোটি টাকা (৫.৩০ শতাংশ)।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চার্জ ও ফি ব্যতীত কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতা, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য সহজে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১০ টাকায় কৃষকের ৯৭,২৬,৬৪৫টি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের ৩৩,৮৪,৯৬১টি, মুক্তিযোদ্ধাদের ১,৫২,৫২৮টি, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতাদের ২৭,৪৪৭টি এবং অন্যান্য ১৬,৬৯,৩৫৭টি হিসাব খোলা হয়েছে অর্থাৎ সর্বমোট ১,৪৯,৬০,৯৩৮টি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের জামানত বিহীন এবং সর্বোচ্চ ৯.৫ শতাংশ হারে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। ৩১টি ব্যাংক উক্ত তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহ তহবিল হতে চলতি অর্থবছরে ১৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

স্কুল ব্যাংকিং

সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক তথা ব্যাংকিং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং প্রচলন করার জন্য তফসিলি ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ তফসিলি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে যা ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৪৯টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। ডিসেম্বর ২০১৪ শেষে স্কুল ব্যাংকিং-এ মোট হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮.৫০ লক্ষ যার বিপরীতে মোট জমা স্থিতি ৭১৭.৪৯ কোটি টাকা।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে 'অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩' কার্যকর করার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের গঠিত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এ আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে এটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি'১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জন নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ এবং গতিশীলকরণের লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তব্যাংক লেনদেন সহজ হচ্ছে। এ কার্যক্রমে আটত্রিশটি ব্যাংক যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া অব্যহত আছে।

- আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো সুসংহত করা এবং দেশের মুদ্রাপাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR) এবং নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (CTR) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে একটি তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানের এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) সফটওয়্যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক হিসাবায়ন, মানব সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।
- সরকারি পরিশোধ কার্যক্রম Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে একটি ডেটা ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সকল প্রকার ম্যাক্রোইকোনমিক ও আর্থিক তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

জানুয়ারি ২০১৫ থেকে বেসিক ব্যাংককে বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে রপান্তর করা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিপালন ব্যবস্থার উপর বিশেষ পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, সরকার কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ সালে সোনালী ব্যাংকে ৭১০ কোটি টাকা এবং বেসিক ব্যাংকে ৭৯০ কোটি টাকা পুনঃমূলধন হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার, আন্তর্জাতিকমানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে) গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- সিস্টেমিক ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক বিবরণী নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা এবং স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও আগাম সতর্কতা সংকেত প্রদান করা হচ্ছে।
- আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সামষ্টিক অর্থনীতির যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে দেশীয় আর্থিক কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিত্যনতুন ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন কৌশল যেমন সমন্বিত সুপারভিশন, Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের জন্য উপযোগী একটি পদ্ধতি প্রণয়ন ও এ সকল ব্যাংক তদারকির জন্য বিশেষ কৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ব্যাংকিং খাতের তারল্য ঘাটতির কারণে সম্ভাব্য বিপর্যয় রোধ অথবা তা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে 'ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বা Lender of Last Resort' হিসেবে অধিকতর কার্যকর করার জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অথবা আর্থিক সংকটকালীন সময়ে সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তদুপরি, কোন ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দেখা দিলে কিংবা নিয়মিত মূলধনের উৎস নিঃশেষিত হয়ে গেলে উক্ত ব্যাংক কিভাবে বিকল্প উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করবে সে বিষয়ে রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য Contingency Funding Plan/Framework প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ পণ্য ও সেবার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে দৃঢ়তার সাথে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh জারী করা হয়। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং

সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions জারী করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Fund Index) মাসিকভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়াও দূর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সনাক্ত করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য Guidelines on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে Diagnostic Review Report (DRR) প্রস্তুত করা হচ্ছে।

- আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকসমূহের মূলধন ভিত্তিকে অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for Banks in line with Basel III)" জারি করেছে। উক্ত নীতিমালা ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে উক্ত গাইডলাইন্স নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে এবং ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি হতে বাসেল-৩ নীতিমালা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে।
- বিপরীত পুনঃক্রয় (Reverse Repo) ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তারল্য বিনিয়োগ ১ দিন (ওভার নাইট) মেয়াদি হবে, তবে সাপ্তাহিক ছুটি/সরকারি ছুটির দিনে মেয়াদপূর্তির বেলায় এই মেয়াদ পরবর্তী কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত হবে।
- স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের শর্ত (ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ডাউন পেমেন্টেও) শিথিল করা হয়েছে। ঋণ পুনঃতফসিলের পর কৃষকদেরকে পুনরায় নতুন করে স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন নতুন জমা ব্যতিরেকেই পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে।
- যে সব ঋণ গ্রহীতা অপরিহার্য কারণে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন তাদের ঋণ পরিশোধে কিছু নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বেগবান করার পাশাপাশি ব্যাংকের ঋণ আদায় নিশ্চিতকল্পে এ জাতীয় ঋণগুলোর জন্য Large Loan Restructuring পুনর্গঠন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বক্স ৫.১ঃ ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকসমূহকে অধিকতর ঝুঁকি-সংবেদনশীল এবং ব্যাংকিং শিল্পকে অধিকতর অভিঘাত শোষণক্ষম ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ব্যাংকিং খাতে রেগুলেটরী বাধ্যবাধকতা হিসেবে ব্যাসেল-২ এর আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত সংশোধিত রূপরেখার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করেছে। এই নির্দেশনাগুলো জানুয়ারি ২০১৫ হতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে ঝুঁকি নির্ধারণের মূলধন সংরক্ষণের হার জানুয়ারি ২০২০ এ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা হবে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় নতুন মূলধন পর্যাপ্ততার কাঠামো ব্যাংকগুলোকে নিম্ন বর্ণিত হারে সংরক্ষণ করতে হবেঃ

১. কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৪.৫ শতাংশ।
২. টিয়ার-১ মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৬.০০ শতাংশ। অর্থাৎ অতিরিক্ত টিয়ার-১ মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ ১.৫০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারবে ।
৩. ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সাথে মূলধনের ন্যূনতম অনুপাত (Capital to Risk Weighted Asset Ratio, CRAR) হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০.০০ শতাংশ। সে অনুসারে, টিয়ার-২ মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ ৪.০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারবে।
৪. ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ ও মূলধনের ন্যূনতম হার (CRAR) ছাড়াও ব্যাংকগুলোকে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ২.৫ শতাংশ আপৎকালীন সুরক্ষা হিসেবে অতিরিক্ত কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে।

ব্যাসেল-২ অনুযায়ী তফসিলী ব্যাংকগুলির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার ১১.৩৫ শতাংশ। ব্যাংকগুলোকে পরবর্তী ত্রৈমাসিক হতে অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী ব্যাসেল-৩ এর আলোকে প্রস্তুত করতে হবে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালন; মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ (Oversight); ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ্ এর উন্নয়ন ও ই-পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; পেমেন্ট সিস্টেমস্ সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিতকরণ; এবং Real Time Gross Settlement (RTGS) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সর্বমোট ৩০টি দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) -এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে যার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভূটান, ভিয়েতনাম, মরক্কো, বাহরাইন ও ব্রুনাই দারুস-সালাম-এর এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিএফআইইউ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (CIB) ডাটাবেইজ, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের (BACH) ডাটাবেইজ এবং আমদানি ও রপ্তানি, ভ্রমণ ও বিবিধ (Travel & Miscellaneous) এবং অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স (Inward Remittance) প্রবাহের ডাটাবেইজে প্রবেশাধিকার অর্জন করেছে।

- ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিএফআইইউ কর্তৃক সংগৃহীত goAML সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে নগদ লেনদেন রিপোর্ট ও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট প্রেরণ শুরু করেছে। পাশাপাশি মূলধন বাজারে (Capital Market) নিযুক্ত স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাবসিডিয়ারি) এবং সম্পদ ব্যবস্থাপকগণ বিএফআইইউ এর চাহিদা মোতাবেক goAML সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ করছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীন ৮ জুন ১৯৯৩ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া ও বিধি প্রণয়ন করে থাকে এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিষয়সমূহের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং সংশোধন

- Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2CC এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠানের স্থান নির্ধারন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক ১৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে নোটিফিকেশন জারী।

- Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2CC এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন কর্তৃক ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে আইপিও, রাইট ইস্যু ও ইস্যু অব ক্যাপিটাল বিষয়ে কন্ডিশন যুক্ত করে নোটিফিকেশন জারী।

- কমিশন কর্তৃক ৬ জানুযারি ২০১৫ তারিখে মার্জিন রুলস, ১৯৯৯ এর রুল ৩(৫) এর কার্যকারিতা স্থগিতের সময় জুন ৩০, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি।
- Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 20(A) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে স্টক- ব্রোকার/স্টক-ডিলার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার সমূহের অনাদায়কৃত ক্ষতির বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন সংরক্ষন বিষয়ে কমিশন ১২ জানুযারি ২০১৫ তারিখে নির্দেশনা জারি করে।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যাবলি

স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পুনর্গঠিত কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ-

- শেয়ার বাজারে কারচুপি ও অনিয়ম দ্রুত চিহ্নিত করার মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এবং বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়ার (Surveillance Software) স্থাপন।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর আওতায় সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকার-ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংক সমূহের মার্জিন ও নন মার্জিন ঋণ হিসাব (বিও) উভয় ক্ষেত্রে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০১২ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ সালে ইস্যুকৃত সকল পাবলিক ইস্যুতে ২০ শতাংশ কোটার সংরক্ষণ।
- পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে গঠিত বিশেষ স্কীম কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার লক্ষ্যে সরকার নয়শত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২য় পর্যায়ের ৩০০ কোটি টাকা এবং ১ম পর্যায়ের ৩০০ কোটি টাকা সহ মোট ৬০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন কার্যক্রম চলমান।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে বিদেশী ব্রোকারেজ ফার্মকে প্রদেয় কমিশন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে দ্রুত প্রেরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । ফলে বিদেশী পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকরা আরো বেশি বেশি তহবিল বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।
- পুঁজিবাজারে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারী সমূহের তহবিল সর্বনিম ৫১ শতাংশ প্যারেন্ট কোম্পানী থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহ করিতে পারবে। এতে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারী সমূহের মূলধন বৃদ্ধি পাবে এবং তারল্য সংকট দীর্ঘ মেয়াদে অবসান হবে।
- লিস্টেড কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে কমিশনের নির্দেশে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে কর্পোরেট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা।
- পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ পূর্বক পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, ডিএসই ও সিএসই'র সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন ।
- Closed-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে Open-end মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর রূপান্তরের নীতিমালা সম্বলিত নির্দেশনা ১০ অক্টোবর ২০১৩ জারী।

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নতুন সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম "Instant Watch Market" ব্যবহার করে যাতে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে বাজার সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যে "Guidelines on Implementation of the BSEC's New Market Surveillance System" নামক একটি গাইডলাইন প্রণয়ন ।
- কমিশনের পরামর্শে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি: আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান Standard and Poors এর সহায়তায় ডিএসইএক্স ইনডেক্স প্রবর্তন।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৪ সালের জুন মাসের ৫৩৬ টি থেকে বেড়ে ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৪৯ টিতে দাঁড়ায়। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৬,৩১০.৯৮ কোটি টাকা, যা ৩০ শে জুন ২০১৪ এর ১০৩,২০৭.৬৪ কোটি টাকার তুলনায় ৩.০১ শতাংশ বেশি। ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৯৪,৩২০.২৩ কোটি টাকা, যা ৯.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩২১,৭১৮.২২ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৪ সালের জুন শেষে ছিল ৪,৪৮০.৫২ পয়েন্ট যা ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৫ এ ৬.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭৬৩.২২ পয়েন্ট। জুন-ডিসেম্বর, ২০১৪ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩,২০৭.৬৪ কোটি টাকা থেকে ১০৫,৪৯২.৬৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ২.২১ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বাজার মূলধন ২৯৪,৩২০.২৩ কোটি টাকা থেকে ৩২৫,৯২৪.৬৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১০.৭৪ শতাংশ বেশি।

সারণি ৫.৭ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)
২০০৫-০৬	৩০৩	১৮	৮৫৭২.২৬	২১৫৪২.১৯	৪৬০০.৮২	১৩৩৯.৫৩	-
২০০৬-০৭	৩২৫	১০	১৬৪২৭.৯৩	৪৭৫৮৫.৫৪	১৬৪৬৭.১৬	২১৪৯.৩২	-
২০০৭-০৮	৩৭৮	১৩	২৮৪৩৭.৯৭	৯৩১০২.৫২	৫৪৩২৮.৬০	৩০০০.৫০	-
২০০৮-০৯	৪৪৩	১৭	৪৫৭৯৪.৪০	১২৪১৩৩.৯০	৮৯৩৭৮.৯২	৩০১০.২৬	-
২০০৯-১০	৪৫০	২৩	৬০৭২৬.২৯	২৭০০৭৪.৪৬	২৫৬৩৪৯.৮৬	৬১৫৩.৬৮	-
২০১০-১১	৪৯০	১৯	৮০৬৮৩.৯১	২৮৫৩৮৯.২২	৩২৫৯১৫.২৬	৬১১৭.২৩	-
২০১১-১২	৫১১	১৫	৯৩৩৬২.৯৬	২৪৯১৬১.২৯	১১৭১৪৫.১৪	৪৫৭২.৮৮	-
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮৩৫৮.৯৭	২৫৩০২৪.৬০	৮৫৭০৮.৯৭	-	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩২০৭.৬৪	২৯৪৩২০.২৩	১১২৫৩৯.৮৪	-	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫*	৫৪৯	১৪	১০৬৩১০.৯৮	৩২১৭১৮.২২	৭৫৬১৪.০১	-	৪৭৬৩.২২

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত

নোটঃ আগস্ট ০১, ২০১৩, ডিএসই এর ওয়েবসাইট থেকে ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক প্রদর্শন বন্ধ করা হয়। ** এস অ্যান্ড পি প্রদত্ত পদ্ধতি "ডিএসই বাংলাদেশ ইন্ডেক্স মেথডলজি" অনুযায়ী জানুয়ারি ২৮, ২০১৩

লেখচিত্র ৫.৩: ডিএসই'র বাজার মূলধন, সাধারণ মূল্য সূচক ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্সের গতিধারা

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ২১৩ টি থেকে বেড়ে ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ২৮৯ টিতে দাঁড়ায়। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০,১৩০.৬৩ কোটি টাকা, যা ৩০ শে জুন ২০১৪ এর ৪৭,০৮৩.৯৭ কোটি টাকার তুলনায় ৬.৪৭ % বেশি। ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২২৯,৭৭২.৮২ কোটি টাকা, যা ১১.৯১% বৃদ্ধি পেয়ে ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২৫৭,১৪৬.৪০ কোটি টাকা। চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মুল্যসুচক ২০১৪ সালের জুন শেষে ছিল ১৩৭৬৬.২৩ পয়েন্ট যা ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৫ এ ৫.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪৫৪৩.৭৫ পয়েন্ট।

সারণি ৫.৮ঃ চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০০৫-০৬	২১৩	১৯	৬৩৭৫.০২	১৯৫৫৫.১৭	১১৪৩.৯১	২৮৭৯.১৯
২০০৬-০৭	২১৯	১০	৮২২৫.১৭	৩৯৯২৬.৮২	৩৪৩৭.৭৪	৫১৯৪.৭৬
২০০৭-০৮	২৩১	১৪	১০৩১৪.০৮	৭৭৭৭৪.২৮	৮০১৬.২১	৯০৫০.৫৬
২০০৮-০৯	২৪৬	১৮	১৪২৪৬.৫৫	৯৭৪৯৪.৮২	১২৫১৮.২৫	১০৪৭৭.৬৭
২০০৯-১০	২৩২	২৩	২০৬৭৭.৩৯	২২৪১৭৬.৭৮	২১৭১১.২৩	১৮,১১৬.০৫
২০১০-১১	২২০	১৯	৩০১৫৫.৩৩	২২৫৯৭৭.৭৮	৩২১৬৮.২৩	১৭,০৫৯.৫৩
২০১১-১২	২৫১	১৫	৩৭৫২৭.৪৯	১৮৭৮১৭.১৪	১৩৪৮৫.৪৯	১৩,৭৩৬.৪২
২০১২-১৩	২৬৬	১৫	৪২৩৩৮.০৯	১৯১৯০৭.০৩	১০১৯৮.৫২	১২,৭৩৮.২৩
২০১৩-১৪	২৭৬	১৩	৪৭০৮৩.৯৭	২২৯৭৭২.৮২	১০২১৮.২৭	১৩,৭৬৬.২৩
২০১৪-১৫	২৮৯	১৭	৫০১৩০.৬৩	২৫৭১৪৬.৪০	৫৯৯৯.৪১	১৪৫৪৩.৭৫

উৎসঃ চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত

নোটঃ ৯ ডিসেম্বর ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weighted average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিক ভাবে সাধারণ শেয়ার মুল্যসুচক পদ্ধতিতে (Z- গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।
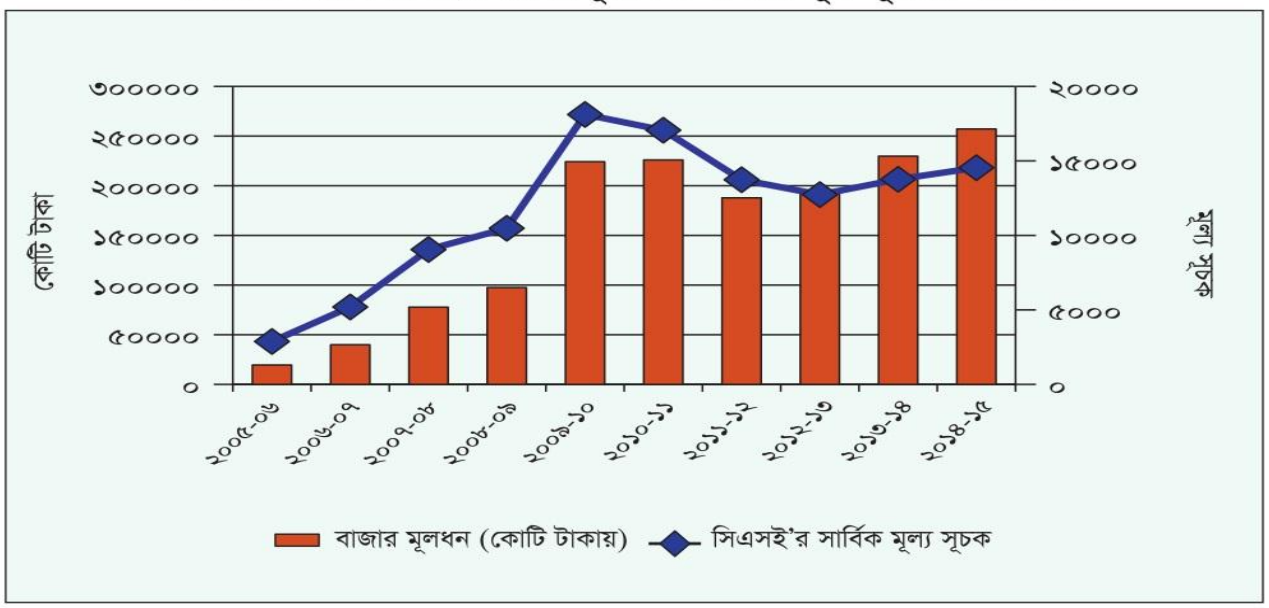
লেখচিত্র ৫.৪: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্য সূচকের গতিধারা